সুরঞ্জনা

জীবনানন্দ দাশ

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০২৫

প্রচ্ছদ : আহমাদ বোরহান
অক্ষর বিন্যাস : রওনাকুর রহমান

প্রকাশক : জিয়াউল হাসান নিয়াজ
প্রকাশনী : প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

ISBN: 978-984-99434-2-6

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের
কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবিতার অন্যতম পথিকৃৎ জীবনানন্দ দাশ, যাঁর কবিতায় প্রকৃতি, নিঃসঙ্গতা, নৈরাজ্য ও স্মৃতির সংমিশ্রণে এক অনন্য জগৎ তৈরি হয়েছে। তাঁর রচিত "সুরঞ্জনা" কেবল একটি নাম নয়, এটি এক অদৃশ্য ভালোবাসার প্রতিচ্ছবি, যা পাঠকের মনে গভীর অনুরণন সৃষ্টি করে।

সুরঞ্জনা চরিত্রটি জীবনানন্দ দাশের কাব্যজগতে একটি রহস্যময় উপস্থিতি। তাঁর অনেক কবিতায় আমরা সুরঞ্জনার নাম দেখি, তবে এটি কি শুধুই এক নারীর নাম, নাকি এক প্রতীক? সুরঞ্জনা যেন এক হারিয়ে যাওয়া প্রেম, সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা কিংবা এক অদৃশ্য স্বপ্নের নাম, যা ধরা দেয় আবার হারিয়ে যায়।

জীবনানন্দের কবিতায় সময় ও স্মৃতির যে অদ্ভুত খেলা, সেখানে সুরঞ্জনা কখনো এক পরম আরাধ্যা, কখনো এক সুদূরের আহ্বান। তাঁর কবিতার মধ্যে এক বিষাদময় রোমান্টিসিজম কাজ করে, যেখানে প্রেম ও বিরহ একসঙ্গে হাত ধরে চলে। সুরঞ্জনা তাই কেবল একজন নারী নন, তিনি এক অনুভূতির নাম, এক কবির নিভৃত আর্তনাদের প্রতীক।

এই বইটি পাঠকের সামনে জীবনানন্দ দাশের সেই আবেগঘন ও রহস্যময় জগৎকে উন্মোচন করবে, যেখানে সুরঞ্জনা শুধু শব্দে নয়, অনুভবে বেঁচে থাকবেন চিরকাল।

সূচিপত্র

সুরঞ্জনা ৭, আকাশলীনা ৯, সূর্যকরোজ্জ্বলা ১০, তোমাকে ১২, হাঁস ১৩, নীলিমা ১৪, ঘাস ১৬, বুনো হাঁস ১৭, সুচেতনা ১৮, সূর্যতামসী ২০, মনোকণিকা ২২, অনুপম ত্রিবেদী ২৫, তুমি ২৭, জনান্তিকে ২৮, দীপ্তি ৩১, সে ৩৪, নির্জন স্বাক্ষর ৩৫, পিরামিড ৩৮, অঘ্রান ৪২, অন্য প্রেমিককে ৪৩, পটভূমির ৪৪, পঁচিশ বছর পরে ৪৫, প্রেম ৪৭, স্বপ্নের হাতে ৫২, আমি কবি,— সেই কবি ৫৫, নব নবীনের লাগি ৫৭, সূর্য রাত্রি নক্ষত্র ৫৯, পতিতা ৬০, ডাহুকী ৬১, তোমাকে ভালোবেসে ৬২, তোমায় আমি দেখেছিলাম ৬৩, শিল্পী ৬৪, তোমায় আমি ৬৫, সমারূঢ় ৬৬, সৃষ্টির তীরে ৬৭, সময়ের কাছে ৬৯, জর্নাল : ১৩৪৬ ৭১, তবু ৭৪, বেদিয়া ৭৬, মাঠের গল্প ৭৮, লোকেন বোসের জর্নাল ৮২, দক্ষিণা ৮৫, একদিন খুঁজেছিনু যারে ৮৭, সহজ ৮৯, হায় চিল ৯১, আট বছর আগের একদিন ৯২, বোধ ৯৬, ইহাদেরি কানে ১০০, সূর্য নক্ষত্র নারী ১০১, সিন্ধুসারস ১০৪, সারাৎসার ১০৭, কমলালেবু ১০৮, স্বপ্ন ১০৯, যে কামনা নিয়ে ১১০, সাগর-বলাকা ১১২, শকুন ১১৪, ফিরে এসো ১১৫, একটি কবিতা ১১৬, চক্ষুস্থির ১১৮, স্বভাব ১১৯, আমাকে একটি কথা দাও ১২০, হে হৃদয় ১২১, মৃত মাংস ১২৩, পৃথিবীলোক ১২৪, আজ ১২৫, দোয়েল ১২৬, সমুদ্র-পায়রা ১২৭, পাখি ১২৮, এইসব ১৩০, তাই শান্তি ১৩১, দিনরাত ১৩২, স্থান থেকে ১৩৩, ভিখিরী ১৩৪, অনিবার ১৩৫, রজনীগন্ধা ১৩৬.

সুরঞ্জনা

সুরঞ্জনা, আজো তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছ;
পৃথিবীর বয়সিনী তুমি এক মেয়ের মতন;
কালো চোখ মেলে ওই নীলিমা দেখেছ;
গ্রীক হিন্দু ফিনিশিয় নিয়মের রূঢ় আয়োজন
শুনেছ ফেনিল শব্দে তিলোত্তমা-নগরীর গায়ে
কী চেয়েছে? কী পেয়েছে?—গিয়েছে হারায়ে।

বয়স বেড়েছে ঢের নরনারীদের,
ঈষৎ নিভেছে সূর্য নক্ষত্রের আলো;
তবুও সমুদ্র নীল; ঝিনুকের গায়ে আলপনা;
একটি পাখির গান কীরকম ভালো।
মানুষ কাউকে চায়—তার সেই নিহত উজ্জ্বল
ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোনো সাধনার ফল।

মনে পড়ে কবে এক তারাভরা রাতের বাতাসে
ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে
উতরোল বড়ো সাগরের পথে অন্তিম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রাণে
তবুও কাউকে আমি পারিনি বোঝাতে
সেই ইচ্ছা সঙ্ঘ নয় শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,
আরো আলো: মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।

যেন সব অন্ধকার সমুদ্রের ক্লান্ত নাবিকেরা
মক্ষিকার গুঞ্জনের মতো এক বিহ্বল বাতাসে
ভূমধ্যসাগরলীন দূর এক সভ্যতার থেকে
আজকের নব সভ্যতায় ফিরে আসে;—
তুমি সেই অপরূপ সিন্ধু রাত্রি মৃতদের রোল
দেহ দিয়ে ভালোবেসে, তবু আজ ভোরের কল্লোল।

আকাশলীনা

সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি,
বোলোনাকো কথা ওই যুবকের সাথে;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা:
নক্ষত্রের রুপালি আগুন ভরা রাতে;

ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার;
দূর থেকে দূরে— আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেও নাকো আর।

কি কথা তাহার সাথে? তার সাথে!
আকাশের আড়ালে আকাশে
মৃত্তিকার মতো তুমি আজ:
তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে।

সুরঞ্জনা,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস:
বাতাসের ওপারে বাতাস—
আকাশের ওপারে আকাশ।

সূর্যকরোজ্জ্বলা

'আমরা কিছু চেয়েছিলাম প্রিয়;
নক্ষত্র মেঘ আশা আলোর ঘরে
ঐ পৃথিবীর সূর্যসাগরে
দেখেছিলাম ফেনশীর্ষ আলোড়নের পথে
মানুষ তাহার ছায়ান্ধকার নিজের জগতে
জন্ম নিল—এগিয়ে গেল;— কত আগুন কত তুষার যুগ
শেষ করে সে আলোর লক্ষ্যে চলার কোন্ শেষ
হবে না আর জেনে নিয়ে নির্মল নির্দেশ
পেয়ে যাবে গভীর জ্ঞানের,—ভেবেছিলাম,
পেয়ে যাবে প্রেমের স্পষ্ট গতি
সত্য সূর্যালোকের মতন;'—ব'লে গেল মৃত
অন্ধকারে জীবিতদের প্রতি।

জীবিত, মানে আজ সময়ের পথে
বালি শিশির ধুলোর মতো কণা
মিলিয়ে তাদের প্রাণের প্রেরণা
ক্রমেই চরিতার্থ হতে চায়।
চারদিকে নীল অপার্থিবতায়
সোনার মতন চিলের ডানায় কোনো
খাদ মেশানো নেই, তবু তার প্রাণে
কোটি বছর পরে কোনো মানে
বার করেছে মন কি প্রকৃতির।
মানুষ তবু পাখির চেয়ে ঢের
অমৃতলোক হাতের কাছে পেয়ে
তবু কি অমৃতের?